চলচ্চিত্রে অ্যানিমেশন

পল্লব গায়েন

আজ আমাদের সমস্ত শিল্পকর্মের মধ্যে নবীনতম এবং আধুনিকতম শিল্পমাধ্যম হল Cinemaবা চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র অথাৎ চলমান চিত্র। ক্যামেরার দ্বারা গ্রহন করা কতকগুলি স্থিরচিত্রতে আমরা ১/১০ অতিদ্রুত একটার পর একটা দেখি এবং সেই সারিবদ্ধ স্থির চিত্রগুলিকে আমাদের চলমান বলে ভ্রম হয়, আর এইভাবেই সৃষ্টি হয় চলচ্চিত্রের।

এই চলচ্চিত্রের আরেকটি শৈল্পিক মাধ্যম হল Animation, চলিত কথায় যা Cartoon Film নামে পরিচিত, এখানে ক্যামেরা দ্বারা গ্রহণ করা স্থির চিত্রের বদলে, হাতে এঁকে রঙ করে এক একটি স্থির চিত্র তৈরি করা হয় (আবিষ্কর্তা Walt Disney 1992)।

প্রথম যুগে Animation ব্যবহার কত হত নিছক চিত্তবিনোদনের জন্য। তখন ৭ মিনিটের ছোট গল্প তৈরি হত এবং সেগুলিতে শুধুমাত্র হাল্কা কৌতুক করা হত। এই গল্পগুলির কার্টুন চরিত্র ---- Micky Mouse, Donald Duck, Mini Mouse, Bugs Bunny, Duffy Duck অল্প কিছু দিনের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সমস্ত কার্টুন চরিত্রগুলির বেশির ভাগই--- Walt Disney, Warner Bros., Hanna Barbara Company -এর সৃষ্টি।

কিছু কালের মধ্যেই কার্টুন ফিল্ম তার স্বমহিমায় উপনীত হয়, এবং প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘের কার্টুন চলচ্চিত্র বা Animation film হল--- Snow White & Seven Dwarf (1937) এর নির্মাতা Walt Disney । এরপর একের পর এক Animation film তৈরি হতে থাকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য--- Jungle Book, Beauty & the Beast, The little Mermaid, Alladin, The Lion King প্রভৃতি।

প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে Animation তৈরির ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্তের সূত্রপাত হয়। এতদিন অবধি Animation -এর প্রতিটি চিত্র বা “frame” হাতে আঁকা হত বা রঙ করা হত। কিন্তু বর্তমানে Computer ব্যবহারের ফলে তার পরিবর্তন হয়েছে, এখন কাগজ পেন্সিল ব্যবহার না করে শুধুমাত্র Computer দ্বারা Animation তৈরি সম্ভব হয়েছে, একে বলা হয়C. G. Animation বা Computer Generated Animation । প্রথম C. G. Animated Feature film হল Toy Story (1996)।

আজকের Animation, প্রচলিত চলচ্চিত্রের থেকে কোন অংশে কম নয়। নির্দেশনা, চিত্রনাট্য, সংলাপ সমস্ত দিক থেকে তা ক্যামেরা নির্মিত চলচ্চিত্রের সমকক্ষ। Animation তার শৈল্পিক গুণ তথা কারিগরি দক্ষতার জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন Academy Award পেয়ে থাকে। গত কয়েক বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Oscar প্রাপক Animation হল Alladin (1998) For Best Song, Monster Inc. Corporation (2002) For Best Song, Shrek (2002) For Best Animation film.

Animation চলচ্চিত্র নির্মাণের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। প্রথমে সাধারণ চলচ্চিত্র এবংAnimation চলচ্চিত্র আলাদা আলাদা হত। বিশেষ ক্ষেত্রে Cinema -এর শুতে বা শেষেTitle কার্ডে Animation ব্যবহৃত হত। কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই Animation এবং তথাকথিত চলচ্চিত্রের মেলবন্ধন হল। এক্ষেত্রে Cinema -র এমন কিছু দৃশ্য বা চরিত্র

(sequence & character) ছিল যা সাধারণভাবে ক্যামেরায় গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই ক্যামেরায় নেওয়া মূল দৃশ্যের সাথে C.G. Animated চরিত্র সৃষ্টি করে মূল দৃশ্যের সাথেComposting -এর দ্বারা Impose কারা হয়। (এই কাজে উল্লেখযোগ্য সংস্থা---Geroge Lokus এর California- based effect powerhouse Industrial Light & Magic (I.L.M) এবং Camron's Company, digital domain (D.D.) । এই ধরনেরCinema -এর মধ্যে উল্লেখযে াগ্য তথা প্রথম চলচ্চিত্র হল Terminetor-2 (1991), এখানে একটি রোবটকে এবং চলচ্চিত্রের কিছু কিছু দৃশ্যকে C. G. Animation দ্বারা সৃষ্টি করা হয়। শুধু মাত্র C.G. Animated character নয় বাচ্চাদের মজার Cinema -তে 2-D a Animation Impose করা হয়। উদাহরণ "Space Jame" ।

One of the Biggest challenge in developing your skill as an animation artist, is balancing your development of technical skill with development of artistic vision you need to develop Both"—Alexander Bicalha.

একথা অবশ্যই ঠিক, Animation -এ সব থেকে বেশি প্রয়োজন কারিগরী দক্ষতা। শুধুমাত্র তাই নয় এর সাথে প্রয়োজন শৈল্পিক চিন্তাধারার। এবং এটা একমাত্র শিল্পমাধ্যম যেখানে আমরা চূড়ান্ত কারিগরী দক্ষতা ও শিল্পচেতনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অভাবনীয় শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম হই। তবে মনে রাখতে হবে শিল্পজ্ঞান তথা শিল্পচেতনাই এক্ষেত্রে প্রধান মূলধন, কারণTechnology এক্ষেত্রে খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

প্রথমে আসা যাক প্রথাগত 2d Animation বা cel Animation -এর ক্ষেত্রে। এখানে প্রতিটি প্রাণী বা বস্তুর গতি প্রকৃতি হাতে আঁকা হয়। এই গতির প্রতি সেকেন্ডকে ২৪ ভাগে ভাগ করা হয়, এবং ছবির চরিত্রগুলির গতির চূড়ান্ত মুহূর্ত (key frame) আঁকা, হয়, তারপর গতি সংযোগকারী বা (in between frame) আঁকা হয়। এক্ষেত্রে চরিত্রগুলির অভিব্যক্তির প্রকাশ খুব জোরালো হয়। চরিত্রগুলি হাতে আঁকা হয় বলে এগুলি অত্যন্ত সহজে আমাদের মনকে আকর্ষণ করে এবং এর নান্দনিক গুণ অপরিসীম। Cel-Animation -এ যান্ত্রিক দক্ষতার থেকে শিল্পীর হাতের দক্ষতার বেশি প্রয়োজন হয়। যদিও এখন আংশিক কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত আরেকটি উল্লেখযোগ্য Animation technique হল Puppet Animation (এটা Puppet Dance নয়) এত নরম পদার্থের দ্বারা মানুষ ও জীবজন্তুর চরিত্র তৈরি করা হয়, এবং প্রথাগত ক্ষেত্রে সেকেন্ডকে ১২ ভ াগে ভাগ করা হয়, Movie Camera তে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় একবার click -এ ২ টি করে ছবি তোলার ব্যবস্থা ক'রে একটার পর একটা স্থির Photograph নেওয়া হয় এবং পরে যখন আমরা অনেকটা একইরকম চিত্র গুলিকে চোখের স ামনে পরপর দেখি তখন সেটা চলমান বলে ভ্রম হয়। এইAnimation -এ প্রেক্ষাপট (background) হ াতে Modeling করা হয়। এই ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হল Dream Works এর The Chicken Run (1997).

এছাড়া চলচ্চিত্রে Animation -এর আরেকটি উপায় হল Animatronix Robot, আমরাAnimation বলতে যা বুঝি তা ঠিক নয়, এখানে চরিত্রগুলির যান্ত্রিক পারিকাঠানো তৈরি করা হয় এবং তার উপর Latex দ্বারা সেই প্রাণীর অবয়ব সৃষ্টি করে কাঠামোর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। সেই যান্ত্রিক কাঠামোগুলিকে স্টেজের পেছন থেকে পরিচালনা করা হয় (অনেকটা Puppet Dance -এর মত) অজস্র ভিনগ্রহের প্রাণী, দানব, জীবজন্তু, এই উপায়ে চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। এই ধরণের চলচ্চিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Jaws, E.T., Terminator, Jurassic park, Alien, প্রভৃতি এছাড়া বিভিন্ন ভূতের তথা বিশেষত ড্রাকুলার চলচ্চিত্রে এই ধরণের Animatronix Robot ব্যবহৃত হয়।

চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত সব থেকে উল্লেখযোগ্য Animation Technique হলC.G.Animation,এখানে Computer -এর

উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কোন সজীব বা জড়বস্তুর ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরি করা হয়। সে গুলিকে দেখতে প্রায় বাস্তব (virtually Real) মনে হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়ায় Infra Red Camera -এর সাহায্যে মানুষ বা অন্যান্য জীব জন্তুর গতিকে আবদ্ধ করা হয় এবং সেই Captured motion কে সেই প্রাণীর ত্রিমাত্রিক মডেলে নিয়ে আসা হয়। তখন সেই মডেলটি প্রকৃত প্রাণীর মত প্রতিক্রিয়া করে। এছাড়া এভাবে কৃত্রিমপ্রাকৃতিক দৃশ্য তথা পরিবেশও সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

চলচ্চিত্রে Animation -এর ব্যবহারে অসম্ভব দৃশ্যকে পর্দায় নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে এবং এর ফলে Jurassic Park (1993), Independencey day (1996) Titanic (1999) -এর মত বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। অগনিত visual FXসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র সৃষ্টি হয়েছে যা এক কথায় অনবদ্য, পুরোনো দিনের অবাস্তব অলৌকিক রূপকথার গল্প আমাদের চোখের সামনে cinemaর পর্দায় হয়ে উঠেছে বিশ্বাসযোগ্য।Animation এর সাহায্য নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাতা তথা শিল্পীরা কল্পনার সীমা অতিক্রম করে অকল্পনীয় ও চোখ-ধাঁধানো চলচ্চিত্র সাধারণ মানুষকে উপহার দিয়েছেন।